

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৫, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন কোষ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

এস. আর. ও নং ২৯৮-এল/৮০/ইডি/আইসি/এস.২-৯/৮০-১২৫।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাস্ত্রপতি, সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন,—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থনীতি) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালার,—

- (ক) “ক্যাডার পদ” অর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত পদ;
- (খ) “কমিশন” অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;
- (গ) “শিক্ষানবিস” অর্থ ক্যাডার পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;
- (ঘ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;
- (ঙ) “সার্ভিস” অর্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থনীতি)।

৩। সার্ভিস গঠন।—(১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থনীতি) নামে একটি সার্ভিস গঠিত হইবে।

(২) এই সার্ভিস নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা—

- (ক) সেই সকল ব্যক্তি যাহারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে বা তৎপূর্ববর্তী কালে তফসিলে উল্লিখিত ১ম শ্রেণীর স্থায়ী পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন;

(৩৮৮৯)

মুদ্রা : ৩০ পরগা

(খ) যাহারা, স্বাধীনতার পর বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য না হইলে সার্ভিসের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হইত এইরূপ পদে, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মকমিশন বা পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্মকমিশন, অথবা কমিশনের বা কমিশনসমূহের অস্তিত্ব না থাকাকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে কিংবা তৎপরবর্তীকালে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সাবেক চাকুরী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যাহারা ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীর ১ম দিবসে বা তৎপূর্বে ক্যাডার পদে স্থায়ীকৃত হইয়াছিল; এবং

(গ) যাহারা এই বিধিমালা অনুযায়ী সার্ভিসে নিযুক্ত হইবেন।

৪। ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত পদসমূহ।—(১) তফসিলে উল্লিখিত পদসমূহ সার্ভিস ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) তফসিলে উল্লিখিত সংখ্যক পদ হইবে সার্ভিস-ক্যাডারের প্রারম্ভিক পদের সংখ্যা, সরকার উক্ত ক্যাডার পদের সংখ্যা অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৫। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।—রাষ্ট্রপতি অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন অফিসার কর্তৃক সার্ভিসে নিয়োগদান করা হইবে।

৬। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) সার্ভিসে প্রারম্ভিকভাবে ৩(২)(ক) ও (খ) বিধির আওতাধীন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উহার পর—

(ক) কমিশনের সুপারিশক্রমে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং

(খ) কমিশনের সুপারিশক্রমে নিয়োগ বিধিতে কোন বিধান থাকিলে তদনুযায়ী “ফিডার” পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।

* (২) এই সার্ভিসে নীচের দিক হইতে চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত পার্শ্ব প্রবেশ চলিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ পর্যন্ত যে কোন পর্যায়ে পার্শ্ব প্রবেশের মাধ্যমে নিয়োগ দান করা চলিবে।।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য সংশোধিত নূতন স্কেলের টাকা ২৮০০—৪৪২৫ বেতন স্কেলের কোন পদে পদোন্নতি পাইবেন না, যদি তিনি কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিশেষ পদোন্নতি কর্মটির মতে পদোন্নতির উপযুক্ত না হইয়া থাকেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্যকে সংশোধিত নূতন স্কেলের টাকা ২৮০০—৪৪২৫ স্কেলে বেতন দেওয়া যাইবে না যদি তাহার চাকুরীকাল পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে এবং সার্ভিসে মঞ্জুরীকৃত ক্যাডার পদ বিদ্যমান না থাকে।

(৫) সার্ভিসের যে সকল সদস্য সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলের টাকা ৩৭০০—৪৮২৫, টাকা ৪২০০—৫২৫০ এবং টাকা ৪৭৫০—৫৫০০ স্কেলের পদে পদোন্নতি পাইয়াছেন তাহাদিগকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কোর্স সফলতার সহিত সমাপ্ত করিতে হইবে।

*প্রজ্ঞাপন নং এস. আর. ও ৫৮৭-এল/৮৪/এমই(আইসি)এস২-৯/৮৪, তারিখ ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭। **যোগ্যতা**—সার্ভিসে নিয়োগের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্ত, নিয়োগ বিধিতে নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্তের অনুরূপ হইবে।

৮। **শিক্ষানবিসী ও স্থায়ীকরণ**—(১) সার্ভিসে বাস্তুব শূন্য পদে প্রারম্ভিকভাবে নিযুক্ত ব্যক্তির শিক্ষানবিসীর মেয়াদ হইবে—

(ক) দুই বৎসর, যদি তিনি কমিশনের সুপারিশক্রমে সার্ভিসে সরাসরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এবং

(খ) এক বৎসর, যদি তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সরকার শিক্ষানবিসীর মেয়াদ অনধিক আরও দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—শিক্ষানবিসীর মেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী দিবসের মধ্যে যদি কোন আদেশ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে শিক্ষানবিসীর মেয়াদ বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) শিক্ষানবিসি হিসাবে চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসীর মেয়াদের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুসারে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষানবিসীর মেয়াদে কোন শিক্ষানবিসি সার্ভিসে থাকার অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, কমিশনের সহিত পরামর্শ ব্যতীতই তাহার নিয়োগের অবসান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তিকে সার্ভিসে স্থায়ী করা হইবে না, যদি তিনি তাহার শিক্ষানবিসীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চাকুরী না করেন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সফলতার সংগে সমাপ্ত ও বিভাগীয় পরীক্ষার পাশ না করিয়া থাকেন এবং তাহার আচরণ ও কাজ-কর্ম সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান না হইয়া থাকে।

৯। **জেষ্ঠতা**—চাকুরীতে প্রবেশের পর্বায়ে সার্ভিসের সদস্যদের জেষ্ঠতা সার্ভিসে নিয়োগের জন্য কমিশনের সুপারিশ পত্রে স্থিরিকৃত মেধার ক্রমানুসারে নির্ধারিত হইবে।

১০। **সাধারণ বিধি**—যে সকল বিষয়ে এই বিধিমালার স্পষ্টরূপ কোন বিধান করা হয় নাই, সেই সকল বিষয়ে সার্ভিসের সদস্যগণ সেই বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবেন যাহা সরকার কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে বা অতঃপর প্রণীত হইতে পারে এবং তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে বা হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ

সচিব।

*তফসিল
(বিধি ৪ প্রক্টব্য)

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	পদের সংখ্যা
১	প্রধান	৭
২	বৃগ্গী-প্রধান	৪২
৩	অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা অফিসার	১
৪	উপ-প্রধান	৮২
৫	সহকারী প্রধান	১৩৮
৬	পরিকল্পনা অফিসার	১
৭	গবেষণা অফিসার	২১২
৮	ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেরণের জন্য ১০% সংরক্ষিত পদ।	২১

মোট : ৫২৪

*প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও ৪০২-এল/৮৪/এমই(আইসি)এস২-৯/৮৪, তারিখ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ডোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কমিশনার, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত।
স্বাক্ষরকারী মহাক্ৰমাল করিম, ডেপুটি কমিশনার, বাংলাদেশ করমন্ড, ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।